104077 - যার ওপর কছিু মানতরে রোযা আছে সে কি সে রোযাগুলো রমযানরে রোযার সাথে রাখতে পারবে?

প্রশ্ন

আমার ওপর কছিু মানতরে রোযা আছে। সে রোযাগুলো কি আমি রমযানরে রোযার সাথে রাখা জায়যে হবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

কোন ইবাদত বা নকে আমল করার মানত করলে সটো পূর্ণ করা ওয়াজবি। যমেন— কউে একদনি বা দুইদনি রোযা রাখার মানত করল। দললি হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কোন আনুগত্য করার মানত করল তাকে ঐ আনুগত্য পালন করতে হবে।"[সহহি বুখারী (৬৩১৮)]

এ মানতকে যদি বশিষে কোন সময়ে পালন করার জন্য নর্দিষ্টি করা হয় তাহলে সে সময় মানত পালন করাই ওয়াজবি। যমেন যে ব্যক্তি মাসরে প্রথম তনিদনি রোযা রাখার মানত করছে। আর যদি কোন সময় নর্দিষ্টি করা না হয় তাহলে এমন মানতরে রোযা যে কোন সময় পালন করা জায়যে। তবে রমযান মাস, ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহার দুই দনি এবং তাশরকিরে দনিগুলো ব্যতীত।

রমযান মাসে মানতরে রোযা রাখা যাবে না; যহেতেু এ সময় ফরয রোযা রাখার সময়। সুতরাং এ সময়ে অন্য কোন রোযা পালন করা শুদ্ধ হবে না। আর দুই ঈদরে দনি ও তাশরকিরে দনিগুলোতে রোযা রাখার ব্যাপারে যহেতেু নষিধোজ্ঞা এসছে। যয়িাদ বনি জুবাইর (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: আমি ইবনে উমর (রাঃ) এর সাথে ছলিাম। এক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করল। বলল যে, আমি মানত করছে যিতদনি আমি বাঁচি আমি মঙ্গলবারে কংিবা বুধবারে রোযা রাখব। এখন এ দনিটি কোরবানরি ঈদরে দনিে পড়ছে। ইবনে উমর বললনে: "আল্লাহ্ আমাদরেকে মানত পূরণ করার নর্দিশে দয়িছেনে; অন্যদকিে আমাদরেকে কোরবানরি দনি রোযা রাখতে নষিধে করা হয়ছে। লোকটি পুনরায় তাকে প্রশ্ন করল। তনিওি পুনরায় একই জবাব দলিনে। কোন কথা বাড়ালনে না।"[সহহি বুখারী (৬২১২)]

হাফযে ইবনে হাজার বলনে: "ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহার দনি নফল রোযা কংিবা মানতরে রোযা রাখা যাবে না মর্মে ইজমা সংঘটতি হয়ছে।"[সমাপ্ত]

আয়শো (রাঃ) থকেে এবং সালমে এর সূত্রে ইবনে উমর (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, তারা উভয়ে বলনে: "তাশরকিরে

দনিগুলোতে কাউকে রোযা রাখার ব্যাপারে ছাড় দয়ো হয়নি; শুধু যে ব্যক্তি হাদরি পশুর ব্যবস্থা করতে পারনে সে ব্যক্তি ব্যতীত"।[সহহি বুখারী (১৯৯৮)]

আলমেগণ এই মর্মে সাবধান করছেনে যে, রমযান মাসে অন্য কোন রোযা রাখা শুদ্ধ নয়:

ইমাম নববী তাঁর আল-মাজমু গ্রন্থে (৬/৩১৫) বলনে: "ইমাম শাফয়েি ও মাযহাবরে অন্যান্য আলমেগণ বলনে: রমযান মাস রমযানরে রোযা রাখার জন্যই নর্দিষ্টি। সুতরাং রমযান মাসে অন্য কোন রোযা রাখা সঠকি নয়। তাই কোন গৃহে অবস্থানকারী (মুকীম) ব্যক্তি কংিবা মুসাফরি কংিবা অসুস্থ ব্যক্তি যদি এ মাসে কাফ্ফারার রোযা, মানতরে রোযা, কাযা রোযা কংিবা নফল রোযা রাখে কংিবা সাধারণ নয়িতে রোযা রাখে তাহলে তার নয়িত শুদ্ধ হবে না এবং তার রোযাও শুদ্ধ হবে না। যে নয়িতে রোযা রখেছে সে নয়িতওে শুদ্ধ হবে না এবং রমযানরে রোযা হসিবেওে শুদ্ধ হবে না।"[সমাপ্ত]

ইবনে কুদামা (রহঃ) 'আল-মুগনি' গ্রন্থে বলনে: মুসাফরি ব্যক্তি রমযান মাসে রমযানরে রোযা ছাড়া অন্য কোন রোযা রাখতে পারবে না; যমেন—মানতরে রোযা, কাযা রোযা। কনেনা রোযা না-রাখা জায়যে করা হয়ছে ছাড় স্বরূপ ও সহজ করণার্থে। কউে যদি সহজীকরণ গ্রহণ করতে না চায়; তাহলে তার উপর অনবির্য মূল বধিান বাস্তবায়ন করা। তাই কউে যদি রমযান ছাড়া অন্য কোন রোযার নয়িত না করে তাহলে তার রোযা শুদ্ধ হবে না। না রমযানরে রোযা হসিবে; আর না যে রোযার নয়িত করছে সে রোযা হসিবে। এটইি মাযহাবরে সঠকি অভমিত এবং এটাই অধকিাংশ আলমেরে অভমিত।"[সমাপ্ত]

তনিি আরও (১৩/৬৪৫) বলনে:

"যদি কউে বলে: আল্লাহ্র জন্য একমাস রোযা রাখা আমার ওপর আবশ্যক। এরপর সে রমযান মাসে সয়িাম সাধন দ্বারা মানতরে রোযা রাখা ও রমযানরে রোযা পালন উভয়টার নয়িত করে তাহলে সটো জায়যে হবে না। যমেনভিাবে কউে যদি দুই রাকাত নামায পড়ার মানত করে; তখন সে ফজররে নামায আদায় করার দ্বারা মানতরে নামায ও ফজররে নামায উভয়টা আদায় হয় না।[সংক্ষপেতি ও সমাপ্ত]

শাইখ বনি উছাইমীন (রহঃ) বলনে: "যে ব্যক্তি রোযা রাখার মানত করছে; সে যদি এ মানতকে কোন শর্তরে সাথে সম্পৃক্ত করে থাকে তাহলে শর্ত পূর্ণ হওয়ার সময় থকেে তার ওপর ওয়াজবি মানত পূর্ণ করা এবং বলিম্ব না করা। এর উদাহরণ হচ্ছে: যদি আল্লাহ্ এ রোগ থকেে আমাকে আরোগ্য দান করনে তাহলে আমার ওপর তনিদনি মানত রোযা রাখা আবশ্যক। ফলে সে ব্যক্তি যদি রোগ মুক্ত হয় তাহলে তার ওপর আবশ্যক অবলিম্বে রোযা পালন করা এবং দরেী না করা। কনেনা আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "তাদরে মধ্যে কছিু লোক আছে যারা আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকার করে বলছেলি, 'তনিি যদি স্বীয় অনুগ্রহ থকেে আমাদরেকে দান করনে তাহলে অবশ্যই আমরা ছদকা দবে এবং অবশ্যই সৎকর্মশীলদরে অন্তর্ভুক্ত হব'। অতঃপর যখন তনিি তাদরেকে স্বীয় অনুগ্রহ থকেে দান করলনে তখন তারা তা নয়িে কার্পণ্য করল এবং (নজিদেরে অঙ্গীকার থকেে) মুখ ফরিয়িে চলে গলে।"[সূরা তাওবা, ৭৫-৭৬]

আর যে মানত কোন শর্তের সাথে সম্পৃক্ত নয়; বরং কোন ব্যক্তি নিজেকে রোযা রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলল যে: 'আল্লাহ্‌র জন্য আমার ওপর তিনদিন রোযা রাখা আবশ্যক'; কোন কারণ ছাড়া। এ ব্যক্তিরও এ আমলটি অবিলম্বে আদায় করা ওয়াজিব। তবে, প্রথম ব্যক্তির মত নয়। যদি রমযান এসে যায় কিন্তু সে তখনও মানতের রোযা রাখেনি, সেক্ষেত্রে সবাই জানেন যে, সে রমযানের রোযা রাখা শুরু করবে। রমযান শেষে হওয়ার পর মানতের রোযা রাখবে। যদি সে রমযান মাসে মানতের রোযা রাখে তাহলে তার মানতের রোযাও শুদ্ধ হবে না এবং রমযানের রোযা হিসেবেও শুদ্ধ হবে না। কোন ব্যক্তির ওপর যদি মানতের তিনটি রোযা থাকে এবং সে রমযান মাসের তিনদিন মানতের রোযা রাখে। তার ওপর কি আবশ্যক? এ রোযা তার মানতের রোযা হিসেবেও কাজে আসবে না এবং রমযানের রোযা হিসেবেও আদায় হবে না। মানতের রোযা হিসেবে কাজে না আসার কারণ হল রমযান মাসের সময় শুধুমাত্র রমযানের রোযা রাখার মত সংকীর্ণ; তাই এ সময়ে অন্য কোন রোযা রাখা শুদ্ধ হবে না। আর রমযানের রোযা হিসেবে আদায় না হওয়ার কারণ হল যেহেতু সে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখার নিয়ত করেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আমলসমূহ নিয়ত অনুযায়ী বিবেচ্য হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করেছে সেটাই তার প্রাপ্য"।[আল-লিকা আস-শাহরি (৪/৫২) থেকে সমাপ্ত]

সারকথা: রমযান মাস ফরয রোযা পালন করার জন্য খাসভাবে নির্দিষ্ট। এ মাসে অন্য কোন রোযা রাখা জায়েয নয়; না নফল রোযা, আর না কোন মানতের রোযা; না মুকীম ব্যক্তির জন্য, আর না মুসাফির ব্যক্তির জন্য। অনুরূপভাবে এ মাসের রোযার ক্ষেত্রে একাধিক নিয়ত একত্রিত হওয়াও জায়েয নয়। অর্থাৎ কেউ ফরয রোযা ও মানতের রোযার একসাথে নিয়ত করা। কেননা এ দুটো আলাদা দুটো অভীষ্ট ইবাদত। তাই এক নিয়তে দুটো আমল করা যাবে না।

পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে সাব্যস্ত হল: আপনার জন্য রমযানের রোযার সাথে মানতের রোযা পালন করা জায়েয হবে না।

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।